# প্রুফ সংশোধনী

## ১. প্রুফ সংশোধনী : পরিচয়

লিখিত ভাষাকে পাঠকের কাছে নির্ভুল, সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য লেখার শেষ পর্যায়ে যে ভুলত্রুটি শনাক্ত করে সংশোধন করা হয়, তাকে প্রুফ সংশোধন বলে। আর প্রুফ সংশোধনের নিয়ম, পদ্ধতি, প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ নিয়ে যে আলোচনা করা হয়, তাকে প্রুফ সংশোধনী বলা হয়। একটি লেখা যত সুন্দর ভাবেই রচিত হোক না কেন, মুদ্রণ বা প্রকাশের আগে তা ভালোভাবে পরীক্ষা না করলে বানান, শব্দ, বাক্য, যতিচিহ্ন কিংবা মুদ্রণজনিত নানা ভুল থেকে যেতে পারে। এসব ভুল কখনো লেখার সৌন্দর্য নষ্ট করে, কখনো বক্তব্যের অর্থ পরিবর্তন করে এবং কখনো পাঠকের কাছে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

'প্রুফ' বলতে সাধারণত কোনো লেখা প্রকাশ বা মুদ্রণের আগে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা সেই প্রতিলিপিকে বোঝায়, যার সঙ্গে মূল লেখাটি মিলিয়ে দেখা হয়। লেখক বা সম্পাদক যে মূল পাঠ তৈরি করেন, মুদ্রণের বিভিন্ন পর্যায়ে তা হুবহু অনুসৃত হয়েছে কি না, প্রুফ দেখে তা যাচাই করা হয়। এ সময় শুধু বানান দেখা যথেষ্ট নয়; শব্দের সঠিকতা, বাক্যগঠন, ব্যাকরণ, যতিচিহ্ন, অনুচ্ছেদবিন্যাস, সংখ্যা, নাম, তারিখ এবং মুদ্রণজনিত ত্রুটিও খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন।

প্রুফ সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য হলো লেখাকে নির্ভুল করা, লেখকের বক্তব্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং পাঠকের কাছে সুস্পষ্টভাবে তা পৌঁছে দেওয়া। একটি শব্দের একটি অক্ষর ভুল হলেও অনেক সময় পুরো শব্দের অর্থ বদলে যেতে পারে। যেমন–'দিন' ও 'দীন', 'কুল' ও 'কূল', 'পানি' ও 'পাণি'–শব্দগুলোর বানান কাছাকাছি হলেও অর্থ এক নয়। আবার বাক্যে একটি যতিচিহ্নের ভুল অবস্থানও অর্থের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ফলে প্রুফ সংশোধন কেবল মুদ্রণগত ত্রুটি দূর করার কাজ নয়; এটি ভাষার শুদ্ধতা ও বক্তব্যের যথার্থতা রক্ষারও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া।

প্রুফ সংশোধনের প্রধান কাজ

প্রুফ সংশোধনের সময় সাধারণত নিচের বিষয়গুলো পরীক্ষা করা হয়–

- বানান শুদ্ধ আছে কি না;
- কোনো অক্ষর বা শব্দ বাদ পড়েছে কি না;
- অপ্রয়োজনীয় অক্ষর বা শব্দ ঢুকে গেছে কি না;
- শব্দের ক্রম ঠিক আছে কি না;
- বাক্য ব্যাকরণসম্মত কি না;
- কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি না;
- সাধু ও চলিত ভাষার যথাযথ রীতি বজায় আছে কি না;
- যতিচিহ্ন সঠিক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে কি না;
- নাম, স্থান, তারিখ ও সংখ্যা সঠিক আছে কি না;
- অনুচ্ছেদ ও বাক্যের বিন্যাস যথাযথ আছে কি না।

NASIRUN PUBLICATION

প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে—সংশোধন করতে গিয়ে মূল লেখকের বক্তব্য বা ভাষাভঙ্গি অকারণে পরিবর্তন করা যাবে না। যেখানে প্রকৃত ভুল রয়েছে, শুধু সেখানেই প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

## ২. প্রুফ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

প্রুফ সংশোধন একটি লেখাকে প্রকাশযোগ্য করে তোলার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। লেখার সময় মানুষের অসাবধানতা, দ্রুততা, স্মৃতির সীমাবদ্ধতা কিংবা মুদ্রণের সময় নানা কারণে ভুল হতে পারে। এসব ভুল প্রকাশের আগে শনাক্ত করা না হলে তা পাঠকের কাছে পৌঁছে যায়। তাই একটি লেখা প্রকাশের আগে একাধিকবার পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ক. বানানগত ভুল দূর করা

বাংলা ভাষায় অনেক শব্দের বানান কাছাকাছি হওয়ায় লেখার সময় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রুফ সংশোধনের মাধ্যমে এসব ভুল শনাক্ত করে শুদ্ধ বানান লেখা যায়।

যেমন—

ভুল: প্রতিযোগীতা

শুদ্ধ: প্রতিযোগিতা

ভুল: মুমুর্ষু

শুদ্ধ: মুমূর্ষু

খ. মুদ্রণপ্রমাদ দূর করা

লেখা মুদ্রণের সময় কোনো অক্ষর বাদ পড়তে পারে, অতিরিক্ত অক্ষর যুক্ত হতে পারে কিংবা একটি শব্দের অক্ষর অন্যভাবে ছাপা হতে পারে। প্রুফ দেখে এসব ভুল সহজেই শনাক্ত করা যায়।

যেমন—

ভুল: সে বিদ্যালয়ে গিয়েছিল না।

শুদ্ধ: সে বিদ্যালয়ে যায়নি।

গ. অর্থের যথার্থতা রক্ষা করা

একটি ছোট বানান বা শব্দের ভুল কখনো পুরো বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করতে পারে। তাই প্রুফ সংশোধনের মাধ্যমে লেখার মূল বক্তব্য সঠিক রাখা যায়।

যেমন—

'সে দরিদ্র' এবং 'সে দ্রবীড়'—একটি অর্থপূর্ণ বাক্য, অন্যটি ভুল বানানের কারণে অর্থহীন।

ঘ. ব্যাকরণগত শুদ্ধতা বজায় রাখা

বাক্যে কর্তা, ক্রিয়া, কাল, পুরুষ, বচন, কারক ও বিভক্তির মধ্যে অসংগতি থাকলে বাক্যটি অশুদ্ধ হয়ে যায়। প্রুফ সংশোধনের সময় এসব বিষয়ও পরীক্ষা করতে হয়।

ভুল: তারা বিদ্যালয়ে যায়।

শুদ্ধ: তারা বিদ্যালয়ে যায়।

কিন্তু—

ভুল: সে বিদ্যালয়ে যায়নি, কারণ সে অসুস্থ ছিল না।

শুদ্ধ: সে বিদ্যালয়ে যায়নি, কারণ সে অসুস্থ ছিল।

এখানে শুধু বানান নয়, বক্তব্যের সামঞ্জস্যও বিবেচনা করতে হয়।

ঙ. যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা

বাক্যের কোথায় থামতে হবে, কোথায় প্রশ্ন, কোথায় বিস্ময়, কোথায় উদ্ধৃতি–তা যতিচিহ্নের মাধ্যমে বোঝানো হয়। ভুল যতিচিহ্ন বাক্যের অর্থ ও প্রকাশভঙ্গি দুর্বল করতে পারে। তাই প্রুফ সংশোধনের সময় যতিচিহ্ন অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে।

চ. একই লেখায় সামঞ্জস্য বজায় রাখা

একটি লেখায় একই শব্দ কখনো একভাবে এবং কখনো অন্যভাবে লেখা হলে পাঠকের বিভ্রান্তি তৈরি হয়। প্রুফ সংশোধনের সময় একই ধরনের শব্দের বানান ও ভাষারীতি একরূপ করা প্রয়োজন।

ছ. পাঠযোগ্যতা বৃদ্ধি করা

ভুলে ভরা লেখা পাঠকের কাছে বিরক্তিকর ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। প্রুফ সংশোধনের মাধ্যমে লেখাকে পরিচ্ছন্ন, সহজপাঠ্য ও আকর্ষণীয় করা যায়।

জ. লেখকের মর্যাদা রক্ষা করা

একটি বই, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন বা শিক্ষামূলক লেখায় অসংখ্য ভুল থাকলে লেখক ও প্রকাশনার প্রতি পাঠকের আস্থা কমে যেতে পারে। নির্ভুল প্রুফ সংশোধন লেখকের বক্তব্যকে মর্যাদাপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে।

ঝ. প্রকাশনার মান উন্নত করা

একটি ভালো বইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ভাষাগত ও মুদ্রণগত নির্ভুলতা। তাই মানসম্মত প্রকাশনার জন্য প্রুফ সংশোধন অপরিহার্য।

## ৩. প্রুফে কী ধরনের ভুল হতে পারে

প্রুফ দেখার সময় সব ভুল এক ধরনের নয়। কোনো ভুল বানানের, কোনোটি ব্যাকরণের, কোনোটি মুদ্রণের, আবার কোনোটি যতিচিহ্নের। তাই ভুলের ধরন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে প্রুফ সংশোধন সহজ ও কার্যকর হয়।

৩.১ বানানগত ভুল

শব্দের প্রচলিত ও শুদ্ধ বানানের পরিবর্তে ভুল বানান লেখা হলে তাকে বানানগত ভুল বলে।

ভুল: প্রতিযোগীতা

শুদ্ধ: প্রতিযোগিতা

ভুল: স্বায়ত্বশাসন

শুদ্ধ: স্বায়ত্তশাসন

৩.২ মুদ্রণগত ভুল

মুদ্রণের সময় অক্ষর বা শব্দের পরিবর্তন, বিয়োজন, সংযোজন কিংবা স্থানচ্যুতির কারণে যে ভুল হয়, তাকে মুদ্রণগত ভুল বলা যায়।

যেমন–

ভুল: বিদ্যালয় গমনের সময় সে বইটি সঙ্গো নি।

শুদ্ধ: বিদ্যালয়ে গমনের সময় সে বইটি সঙ্গো নিল।

৩.৩ শব্দপ্রয়োগের ভুল

কোনো শব্দের অর্থ না বুঝে বা ভুল অর্থে ব্যবহার করলে শব্দপ্রয়োগের ভুল হয়।

যেমন–

ভুল: তিনি আমার সঙ্গো সাক্ষাৎ করেছেন।

শুদ্ধ: তিনি আমার সঙ্গো সাক্ষাৎ করেছেন।

এখানে 'সাক্ষাৎ' শব্দের প্রয়োগ যথাযথ। কিন্তু প্রসঙ্গাভেদে অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল শব্দ বসালে তা সংশোধন করতে হবে।

৩.৪ ব্যাকরণগত ভুল

কারক, বিভক্তি, কাল, পুরুষ, বচন, সর্বনাম, ক্রিয়া ইত্যাদির ভুল ব্যবহারে ব্যাকরণগত ত্রুটি সৃষ্টি হয়।

ভুল: আমি গতকাল বিদ্যালয়ে যাব।

শুদ্ধ: আমি গতকাল বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম।

৩.৫ বাক্যগঠনের ভুল

শব্দগুলো সঠিক হলেও তাদের বিন্যাস ভুল হলে বাক্য দুর্বোধ্য বা অশুদ্ধ হতে পারে।

ভুল: সে বইটি পড়তে বসেছে মনোযোগ দিয়ে খুব।

শুদ্ধ: সে খুব মনোযোগ দিয়ে বইটি পড়তে বসেছে।

৩.৬ যতিচিহ্নের ভুল

যথাস্থানে কমা, দাঁড়ি, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, বিস্ময়সূচক চিহ্ন, উদ্ধরণচিহ্ন ইত্যাদি ব্যবহার না করলে বা ভুলভাবে ব্যবহার করলে যতিচিহ্নের ভুল হয়।

ভুল: তুমি কোথায় যাচ্ছ।

শুদ্ধ: তুমি কোথায় যাচ্ছ?

৩.৭ শব্দ বাদ পড়া

মুদ্রণের সময় কোনো প্রয়োজনীয় শব্দ বাদ পড়ে গেলে বাক্যের অর্থ অসম্পূর্ণ হয়ে যায়।

ভুল: সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায়।

মূল বক্তব্য যদি হয়: সে প্রতিদিন সকালে বিদ্যালয়ে যায়।

এ ক্ষেত্রে 'সকালে' শব্দটি বাদ পড়লে তা পুনঃস্থাপন করতে হবে।

৩.৮ অতিরিক্ত শব্দ বা অক্ষর

অসাবধানতাবশত একই শব্দ বা অক্ষর দুইবার লেখা হলে তা সংশোধন করতে হবে।

ভুল: সে সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায়।

শুদ্ধ: সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায়।

৩.৯ শব্দের স্থানচ্যুতি

NABARUN PUBLICATION

একটি শব্দ ভুল স্থানে বসে গেলে বাক্যের স্বাভাবিক অর্থ ও সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

ভুল: সে মনোযোগ দিয়ে খুব পড়াশোনা করে।

শুদ্ধ: সে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে।

৩.১০ তথ্যগত ভুল

নাম, স্থান, সাল, তারিখ, সংখ্যা, পরিমাণ কিংবা অন্য কোনো তথ্য ভুল থাকলেও প্রুফ সংশোধনের সময় তা শনাক্ত করতে হবে। তবে তথ্যগত সংশোধনের ক্ষেত্রে অনুমান করা উচিত নয়; প্রয়োজন হলে নির্ভরযোগ্য উৎস দেখে যাচাই করতে হবে।

## ৪. বাংলা বানান সংশোধন

প্রুফ সংশোধনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর একটি হলো বানান সংশোধন। বাংলা ভাষায় একই উচ্চারণের কাছাকাছি একাধিক বর্ণ থাকায় অনেক শব্দ লেখার সময় বানানগত ভুল হতে পারে। বিশেষ করে ই–কার ও ঈ–কার, উ–কার ও ঊ–কার, ন ও ণ, শ–ষ–স, জ ও য, র–ফলা, য–ফলা, য়, ং, ঁ ও ঃ এবং যুক্তবর্ণের ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকতে হয়।

৪.১ ই–কার ও ঈ–কারের ব্যবহার

অনেক শব্দে ই–কার ও ঈ–কারের ব্যবহারে ভুল হয়।

ভুল → শুদ্ধ

- শ্রেনি → শ্রেণি
- নিতি → নীতি
- প্রিতি → প্রীতি
- দুরনিতি → দুর্নীতি
- প্রতিযোগীতা → প্রতিযোগিতা

তবে কোন শব্দে কোন কার ব্যবহৃত হবে, তা শব্দের স্বীকৃত বানান অনুসারে শিখতে হবে। শুধু উচ্চারণ শুনে বানান নির্ধারণ করা সব সময় সঠিক নয়।

৪.২ উ–কার ও ঊ–কারের ব্যবহার

উ–কার ও ঊ–কারের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সতর্কতা প্রয়োজন।

ভুল → শুদ্ধ

- দুর → দূর
- সুর্য → সূর্য
- পুর্ণ → পূর্ণ
- মুল্য → মূল্য

৪.৩ ন ও ণ–এর ব্যবহার

বাংলা বানানে ন ও ণ–এর ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভুল ⟶ শুদ্ধ

- প্রমান ⟶ প্রমাণ
- করন ⟶ কারণ
- গুন ⟶ গুণ
- পরিনতি ⟶ পরিণতি
- নির্নয় ⟶ নির্ণয়

তবে সব শব্দে ন–এর পরিবর্তে ণ বসানো যাবে না। শব্দের স্বীকৃত বানান জানতে হবে।

৪.৪ শ, ষ ও স–এর ব্যবহার

উচ্চারণের কাছাকাছি হওয়ায় শ, ষ ও স–এর বানানেও ভুল হয়।

ভুল ⟶ শুদ্ধ

- বিশেশ ⟶ বিশেষ
- বাশা ⟶ ভাষা
- কস্ট ⟶ কষ্ট
- সমাস্যা ⟶ সমস্যা
- প্রস্ন ⟶ প্রশ্ন

৪.৫ র–ফলার ব্যবহার

র–ফলার ভুল হলে শব্দের গঠন বিকৃত হয়ে যায়।

ভুল ⟶ শুদ্ধ

- গ্রাম ⟶ গ্রাম
- প্রার্থনা ⟶ প্রার্থনা
- ক্রম ⟶ ক্রম
- শ্রদ্ধা ⟶ শ্রদ্ধা

এ ধরনের যুক্তবর্ণ ও র–ফলার সঠিক রূপ নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করা প্রয়োজন।

৪.৬ য–ফলা ও য়–এর ব্যবহার

য–ফলা এবং য়–এর ব্যবহারে ভুল হলে শব্দের বানান অশুদ্ধ হতে পারে।

যেমন–

ভুল: ব্যায়াম

শুদ্ধ: ব্যায়াম

ভুল: বিদ্ধায়

শুদ্ধ: বিদ্যালয়

এ ক্ষেত্রে শব্দের স্বীকৃত বানান মনে রাখতে হবে।

৪.৭ ং, ঁ ও ঃ–এর ব্যবহার

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION

এই তিনটি চিহ্নের ব্যবহারও প্রুফ সংশোধনের সময় বিশেষভাবে খেয়াল করতে হয়।

যেমন:

বাংলা, গঙ্গা, চাঁদ, দুঃখ, নিঃশ্বাস।

'চাদ' লিখলে 'চাঁদ'–এর অর্থ ও বানান দুটোই পরিবর্তিত হয়। আবার 'দুখ' লিখলে 'দুঃখ'–এর শুদ্ধ রূপ নষ্ট হয়।

৪.৮ যুক্তবর্ণের ভুল

দুটি বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত হয়ে যে বর্ণরূপ তৈরি করে, তাকে যুক্তবর্ণ বলে। যুক্তবর্ণের ভুল বাংলা বানানের অন্যতম সাধারণ সমস্যা।

ভুল ⟶ শুদ্ধ

ঙ সাস্থ্য ⟶ স্বাস্থ্য

ঙ মন্ত্রি ⟶ মন্ত্রী

ঙ লক্ষ ⟶ লক্ষ্য

ঙ বিদ্যান ⟶ বিজ্ঞান

প্রুফ সংশোধনের সময় যুক্তবর্ণ আলাদা করে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

৪.৯ প্রচলিত ভুল ও শুদ্ধ বানান

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য অধ্যায়ে একটি বড় তালিকা রাখা যেতে পারে।

| ভুল বানান | শুদ্ধ বানান |
|---|---|
| প্রতিযোগীতা | প্রতিযোগিতা |
| মুমুর্ষু | মুমূর্ষু |
| স্বায়ত্বশাসন | স্বায়ত্তশাসন |
| পরিনতি | পরিণতি |
| প্রমান | প্রমাণ |
| গুন | গুণ |
| নির্নয় | নির্ণয় |
| দুরনিতি | দুর্নীতি |
| মুল্য | মূল্য |
| সাস্থ | স্বাস্থ্য |
| সাস্হ্য | স্বাস্থ্য |
| শ্রেনি | শ্রেণি |
| প্রিতি | প্রীতি |
| নিতি | নীতি |
| প্রস্ন | প্রশ্ন |
| বিশেশ | বিশেষ |

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION

মনে রাখতে হবে: প্রুফ সংশোধনের উদ্দেশ্য নিজের ইচ্ছামতো বানান পরিবর্তন করা নয়; প্রচলিত ও স্বীকৃত শুদ্ধ বানান অনুসরণ করা।

## ৫. বহুল ব্যবহৃত ভুল–শুদ্ধ শব্দ

বাংলা লেখায় কিছু শব্দ বারবার ভুলভাবে লেখা হয়। বিশেষ করে পরীক্ষার খাতায়, পত্রপত্রিকায় এবং দ্রুত লেখার সময় এসব ভুল বেশি দেখা যায়। তাই প্রুফ সংশোধনের প্রস্তুতির জন্য বহুল ব্যবহৃত ভুল–শুদ্ধ শব্দ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ দেওয়া হলো–

| ক্রম | ভুল | শুদ্ধ |
|---|---|---|
| ১ | মুমুর্ষু | মুমূর্ষু |
| ২ | প্রতিযোগীতা | প্রতিযোগিতা |
| ৩ | পরিনতি | পরিণতি |
| ৪ | প্রমান | প্রমাণ |
| ৫ | গুন | গুণ |
| ৬ | নির্নয় | নির্ণয় |
| ৭ | দুরনিতি | দুর্নীতি |
| ৮ | মুল্য | মূল্য |
| ৯ | শ্রেনি | শ্রেণি |
| ১০ | নিতি | নীতি |
| ১১ | প্রিতি | প্রীতি |
| ১২ | বিশেশ | বিশেষ |
| ১৩ | প্রস্ন | প্রশ্ন |
| ১৪ | সাস্থ | স্বাস্থ্য |
| ১৫ | সাস্থ্য | স্বাস্থ্য |
| ১৬ | ব্যাক্তি | ব্যক্তি |
| ১৭ | ব্যাবহার | ব্যবহার |
| ১৮ | অবস্হা | অবস্থা |
| ১৯ | সন্মান | সম্মান |
| ২০ | সন্মেলন | সম্মেলন |
| ২১ | উজ্বল | উজ্জ্বল |
| ২২ | সৃস্টি | সৃষ্টি |
| ২৩ | দাইত্ব | দায়িত্ব |
| ২৪ | স্বাধিনতা | স্বাধীনতা |

SINCE - 1993 NABARUN PUBLICATION

২৫ পরিস্কার পরিষ্কার

২৬ আশির্বাদআশীর্বাদ

২৭ উতসব উৎসব

২৮ অনুষ্টান অনুষ্ঠান

২৯ অনুসন্ধান অনুসন্ধান

৩০ কৃতগ্য কৃতজ্ঞ

শব্দ শেখার একটি কার্যকর পদ্ধতি

শুধু ভুল ও শুদ্ধ বানান মুখস্থ না করে শব্দগুলো বাক্যে ব্যবহার করলে তা সহজে মনে থাকে।

ভুল: স্বাধীনতা আমাদের পরম গৌরব।

শুদ্ধ: স্বাধীনতা আমাদের পরম গৌরব।

ভুল: দেশের স্বাধিনতা রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

শুদ্ধ: দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

ভুল: প্রত্যেক ব্যাক্তির দায়িত্ব রয়েছে।

শুদ্ধ: প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব রয়েছে।

এভাবে শিক্ষার্থী শুধু বানান নয়, শব্দের সঠিক প্রয়োগও শিখতে পারে।

## ৬. একই উচ্চারণ, ভিন্ন বানান ও অর্থ

বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ রয়েছে যেগুলোর উচ্চারণ কাছাকাছি বা একই রকম, কিন্তু বানান ও অর্থ ভিন্ন। এসব শব্দকে যথাস্থানে ব্যবহার না করলে বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হতে পারে। প্রুফ সংশোধনের সময় তাই শুধু উচ্চারণের ওপর নির্ভর না করে শব্দের অর্থ ও বাক্যগত অবস্থান বিবেচনা করতে হবে।

৬.১ দিন ও দীন

দিন = দিবস বা সময়ের একটি পর্ব

দীন = দরিদ্র, অসহায়

বাক্য:

আজকের দিনটি খুব আনন্দের।

দীন মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত।

৬.২ কুল ও কূল

কুল = বংশ

কূল = তীর, প্রান্ত

বাক্য:

সে সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণ করেছে।

নৌকাটি নদীর কূলে এসে থামল।

৬.৩ শির ও শীর

শির = মাথা

শীর = দুধ বা দুধজাত তরল; বিশেষ কিছু শব্দে ব্যবহৃত হয়

বাক্য:

দেশের জন্য তিনি শির নত করেননি।

৬.৪ পানি ও পাণি

পানি = জল

পাণি = হাত

বাক্য:

গরমে বেশি পানি পান করতে হয়।

তিনি পাণি দিয়ে শিশুটির মাথায় হাত রাখলেন।

৬.৫ বারি ও বাড়ি

বারি = জল

বাড়ি = বাসস্থান

বাক্য:

বর্ষার বারিতে নদী পূর্ণ হয়ে উঠল।

সে ছুটিতে গ্রামের বাড়ি যাবে।

৬.৬ চিত্ত ও চিতা

চিত্ত = মন

চিতা = মৃতদেহ দাহ করার স্থান বা পশুবিশেষ

বাক্য:

তার চিত্ত আনন্দে ভরে উঠল।

বনের মধ্যে একটি চিতা দেখা গেল।

৬.৭ বান ও বাণ

বান = বন্যার জল; তীরের মতো প্রবাহ

বাণ = তীর; উক্তি বা বাক্য

বাক্য:

বর্ষার বানে গ্রামের অনেক এলাকা প্লাবিত হলো।

শিকারি বাণ ছুড়ল।

৬.৮ শোক ও শৌখিন

এই ধরনের শব্দের বানান ও অর্থ আলাদা। তাই শব্দের প্রকৃতি বুঝে ব্যবহার করতে হবে।

৬.৯ প্রণাম ও প্রমাণ

প্রণাম = শ্রদ্ধা জানানো

প্রমাণ = কোনো বিষয় সত্য হওয়ার সমর্থন

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

বাক্য:

সে শিক্ষককে প্রণাম করল।

তার কথার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

৬.১০ ফল ও ফাল

ফল = গাছের উৎপন্ন বস্তু; ফলাফল

ফাল = ধারালো অস্ত্রের অংশ বা জমি চাষের রেখা

বাক্য:

আমটি একটি সুস্বাদু ফল।

লাঙলের ফাল মাটিতে গভীর দাগ কাটল।

মনে রাখার কৌশল

একই বা কাছাকাছি উচ্চারণের শব্দ শুদ্ধভাবে লেখার জন্য–

উচ্চারণ → বানান → অর্থ → বাক্যে প্রয়োগ

এই চারটি ধাপ অনুসরণ করা উচিত। শুধু উচ্চারণ শুনে বানান লিখলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

## ৭. শব্দপ্রয়োগের ভুল সংশোধন

শুদ্ধ বানানে লেখা একটি শব্দও ভুল হতে পারে, যদি সেটি বাক্যে অনুপযুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই প্রুফ সংশোধনের সময় শব্দের বানানের পাশাপাশি তার অর্থ, প্রয়োগ ও প্রসঙ্গ বিবেচনা করতে হয়।

৭.১ ভুল অর্থে শব্দের ব্যবহার

কোনো শব্দের প্রকৃত অর্থ না বুঝে অন্য অর্থে ব্যবহার করলে শব্দপ্রয়োগের ভুল হয়।

যেমন, 'অবদান' বলতে কোনো কাজ বা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বা সাহায্য বোঝায়। তাই–

ভুল: সে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ায় শিক্ষকের প্রতি অবদান প্রকাশ করল।

শুদ্ধ: সে পরীক্ষায় ভালো ফল করায় শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

এখানে 'অবদান' ও 'কৃতজ্ঞতা' এক অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

৭.২ সমার্থক শব্দের অযথা ব্যবহার

সমার্থক শব্দের অর্থ কাছাকাছি হলেও সব ক্ষেত্রে একে অপরের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় না। বাক্যের প্রসঙ্গ অনুযায়ী উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন করতে হয়।

যেমন–

মৃত্যু, মরণ, প্রয়াণ, দেহত্যাগ–সবগুলোর অর্থ কাছাকাছি হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্র এক নয়।

'বীরের মৃত্যু' বলা যায়, আবার 'মহাপুরুষের প্রয়াণ' বললে ভাষার রীতিগত সৌন্দর্য বজায় থাকে।

৭.৩ অপ্রয়োজনীয় শব্দের ব্যবহার

বাক্যে একই অর্থ প্রকাশকারী একাধিক শব্দ অপ্রয়োজনে ব্যবহার করলে বাক্য দুর্বল হয়।

ভুল: সে নিজের ব্যক্তিগত নিজস্ব মতামত প্রকাশ করল।

শুদ্ধ: সে নিজের মতামত প্রকাশ করল।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

এখানে ‘নিজের’, ‘ব্যক্তিগত’ ও ‘নিজস্ব’—একাধিক শব্দ একই ভাবকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রকাশ করছে।

৭.৪ পুনরুক্তির ভুল

একই ভাব বা শব্দ অপ্রয়োজনে বারবার ব্যবহার করলে ভাষা ভারী হয়ে যায়।

ভুল: সে আবার পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরে গেল।

শুদ্ধ: সে আবার বিদ্যালয়ে ফিরে গেল।

অথবা—

শুদ্ধ: সে পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরে গেল।

৭.৫ পরিভাষার সঠিক ব্যবহার

বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত শব্দকে যথাযথ অর্থে প্রয়োগ করতে হয়। শিক্ষাবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি কিংবা প্রশাসনের কোনো নির্দিষ্ট পরিভাষা সাধারণ শব্দের মতো ইচ্ছামতো ব্যবহার করা উচিত নয়।

৭.৬ সাধু ও চলিত শব্দের অযথা মিশ্রণ

একই বাক্যে সাধু ও চলিত রীতির ক্রিয়াপদ বা শব্দ অযথা মিশিয়ে ফেললে ভাষার সামঞ্জস্য নষ্ট হয়।

ভুল: সে বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলল।

শুদ্ধ: সে বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলল।

৭.৭ ভুল অনুসর্গের ব্যবহার

অনুসর্গের ভুল ব্যবহারে বাক্যের অর্থ ও ব্যাকরণগত শুদ্ধতা নষ্ট হয়।

ভল: সে আমার প্রতি সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করে।

শুদ্ধ: সে আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করে।

৭.৮ ভুল শব্দের পরিবর্তে যথাযথ শব্দ নির্বাচন

প্রুফ সংশোধনের সময় শুধু ‘ভুল’ শব্দ বাদ দিয়ে অন্য একটি শব্দ বসালেই হবে না; বাক্যের অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ নির্বাচন করতে হবে।

ভুল: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতি আদেশ দিলেন।

শুদ্ধ: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিলেন।

‘আদেশ’ ও ‘নির্দেশ’ কাছাকাছি হলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ।

## ৮. ব্যাকরণগত ভুল সংশোধন

প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত শুদ্ধতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি বাক্যে বানান ঠিক থাকলেও কর্তা, ক্রিয়া, কাল, পুরুষ, বচন, কারক, বিভক্তি বা সর্বনামের ভুল ব্যবহারের কারণে বাক্য অশুদ্ধ হতে পারে। তাই প্রুফ দেখার সময় প্রতিটি বাক্যের ব্যাকরণগত কাঠামো পরীক্ষা করতে হবে।

৮.১ কর্তা ও ক্রিয়ার অসংগতি

বাক্যের কর্তা অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ সঠিক হতে হবে।

ভুল: তারা বিদ্যালয়ে যায়নি ছিল।

শুদ্ধ: তারা বিদ্যালয়ে যায়নি।

আবার–

ভুল: সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাই।

শুদ্ধ: সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায়।

৮.২ পুরুষের অসংগতি

বাক্যে উত্তম, মধ্যম ও নামপুরুষের ব্যবহারে অসংগতি থাকা উচিত নয়।

ভুল: আমি তার সঙ্গে দেখা করে বলল।

শুদ্ধ: আমি তার সঙ্গে দেখা করে বললাম।

৮.৩ কাল ব্যবহারের ভুল

একটি বাক্যে সময়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করা হলে তা সংশোধন করতে হবে।

ভুল: গতকাল সে বিদ্যালয়ে যাবে।

শুদ্ধ: গতকাল সে বিদ্যালয়ে গিয়েছিল।

ভুল: আগামীকাল সে বিদ্যালয়ে গিয়েছিল।

শুদ্ধ: আগামীকাল সে বিদ্যালয়ে যাবে।

৮.৪ বচনগত অসংগতি

একবচন ও বহুবচনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ ও ক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে।

ভুল: শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যায়নি ছিল।

শুদ্ধ: শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যায়নি।

৮.৫ বিভক্তির ভুল

শব্দের সঙ্গে যথাযথ বিভক্তি ব্যবহার না করলে বাক্য অশুদ্ধ হয়।

ভুল: সে বন্ধুরকে বইটি দিল।

শুদ্ধ: সে বন্ধুকে বইটি দিল।

৮.৬ কারকের ভুল

বাক্যে শব্দের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনুযায়ী কারক নির্ধারণ করতে হয়।

ভুল: আমি বইটি দিয়ে পড়লাম।

শুদ্ধ: আমি বইটি পড়ে নিলাম।

অথবা প্রসঙ্গ অনুযায়ী–

আমি বই দিয়ে পড়াশোনা করলাম।

অর্থাৎ শুধু বিভক্তি নয়, বাক্যের ভাবও বিবেচনা করতে হবে।

৮.৭ সর্বনামের ভুল

সর্বনাম যে ব্যক্তি বা বস্কে নির্দেশ করে, তার সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক থাকতে হবে।

ভুল: রাহিম তার মাকে বলল, তুমি যেন সে কথা কাউকে না বলো।

শুদ্ধ: রাহিম তার মাকে বলল, তিনি যেন সে কথা কাউকে না বলেন।

NABARUN PUBLICATION

তবে উদ্ধৃত বক্তব্যের ধরন অনুসারে সর্বনামের রূপ পরিবর্তিত হতে পারে। তাই বাক্যের প্রসঙ্গ বুঝে সংশোধন করতে হবে।

৮.৮ বিশেষণ ও বিশেষ্যের অসংগতি

বিশেষণকে যে বিশেষ্যের গুণ বোঝাতে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার সঙ্গে অর্থগত সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

ভুল: সে একটি সুন্দরভাবে ছেলে।

শুদ্ধ: সে একটি সুন্দর ছেলে।

৮.৯ ক্রিয়ার ভুল রূপ

ক্রিয়ার মূল রূপ, কাল, পুরুষ ও বাক্যের ভাব অনুযায়ী ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হবে।

ভুল: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পড়াইতেছেন।

শুদ্ধ: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন।

৮.১০ অব্যয় ও অনুসর্গের ভুল

অব্যয় বা অনুসর্গের ভুল প্রয়োগেও বাক্য অশুদ্ধ হতে পারে।

ভুল: সে আমার থেকে বয়সে বড়।

শুদ্ধ: সে আমার চেয়ে বয়সে বড়।

৮.১১ বাক্যের অর্থগত অসংগতি

ব্যাকরণগতভাবে বাক্য গঠিত হলেও অর্থের দিক থেকে অসংগত হতে পারে।

ভুল: সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয়ে পূর্ব দিকে অস্ত যায়।

শুদ্ধ: সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।

প্রুফ সংশোধনের সময় তাই শুধু ব্যাকরণের নিয়ম নয়, বাক্যের অর্থ ও তথ্যগত সামঞ্জস্যও বিবেচনা করতে হবে।

## ৯. বাক্যগঠন সংশোধন

একটি বাক্যের প্রতিটি শব্দ শুদ্ধ হলেও বাক্যটি অশুদ্ধ বা দুর্বোধ্য হতে পারে। কারণ শব্দগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্রম ও বিন্যাস সঠিক না হলে বাক্যের অর্থ স্পষ্ট হয় না। তাই প্রুফ সংশোধনের সময় বাক্যের গঠনও পরীক্ষা করতে হবে।

৯.১ অসম্পূর্ণ বাক্য

কোনো বাক্যে প্রয়োজনীয় অংশ বাদ পড়ে গেলে তা অসম্পূর্ণ হয়ে যায়।

ভুল: বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময়।

এটি পূর্ণ বাক্য নয়।

শুদ্ধ: বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় সে তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করল।

৯.২ শব্দের ভুল অবস্থান

বাক্যে শব্দের অবস্থান পরিবর্তিত হলে অর্থের স্বাভাবিকতা নষ্ট হতে পারে।

ভুল: সে মনোযোগ দিয়ে খুব পড়াশোনা করে।

শুদ্ধ: সে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে।

৯.৩ অপ্রয়োজনীয় পুনরুক্তি

একই অর্থের শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে বাক্য ভারী করা উচিত নয়।

ভুল: সে নিজের ব্যক্তিগত মতামত নিজে প্রকাশ করল।

শুদ্ধ: সে নিজের মতামত প্রকাশ করল।

৯.৪ অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ বাক্য

একটি বাক্যে অতিরিক্ত ভাব গুঁজে দিলে বাক্য দুর্বোধ্য হতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী দীর্ঘ বাক্যকে কয়েকটি ছোট বাক্যে ভাগ করা যায়।

ভুল: সকালে ঘুম থেকে উঠে সে নাশতা করে বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে একজন বৃদ্ধকে রাস্তা পার করে দিয়ে তারপর বিদ্যালয়ে গেল।

শুদ্ধ: সকালে ঘুম থেকে উঠে সে নাশতা করল। এরপর বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। পথে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে একজন বৃদ্ধকে রাস্তা পার করে দিল। তারপর বিদ্যালয়ে গেল।

৯.৫ অপ্রাসঙ্গিক শব্দের ব্যবহার

বাক্যে এমন শব্দ থাকা উচিত নয়, যা মূল বক্তব্যের জন্য প্রয়োজনীয় নয়।

ভুল: সে গতকাল আগের দিন বিদ্যালয়ে গিয়েছিল।

শুদ্ধ: সে গতকাল বিদ্যালয়ে গিয়েছিল।

৯.৬ বাক্যের ভাবের অস্পষ্টতা

বাক্য এমনভাবে লিখতে হবে যাতে পাঠক সহজেই বুঝতে পারে কে কী করেছে।

অস্পষ্ট: রাহিম করিমকে বলল সে আগামীকাল আসবে।

এখানে 'সে' বলতে রাহিম না করিম–তা স্পষ্ট নয়।

স্পষ্ট: রাহিম করিমকে বলল, সে আগামীকাল আসবে।

অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী–

রাহিম করিমকে বলল, 'আমি আগামীকাল আসব।'

৯.৭ অসম্পর্কিত ভাবের সমাবেশ

একটি বাক্যে পরস্পর সম্পর্কহীন অনেক ভাব একসঙ্গে প্রকাশ করলে বাক্য দুর্বল হয়।

ভুল: আজ বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে এবং আমাদের গ্রামের রাস্তা অনেক সুন্দর এবং আমি আগামীকাল পরীক্ষায় অংশ নেব।

শুদ্ধ: আজ বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। আমাদের গ্রামের রাস্তা অনেক সুন্দর। আমি আগামীকাল পরীক্ষায় অংশ নেব।

৯.৮ সংযোগের ভুল

একাধিক বাক্যের মধ্যে ভাবগত সম্পর্ক থাকলে যথাযথ সংযোজক ব্যবহার করতে হয়।

ভুল: সে অসুস্থ ছিল। সে পরীক্ষায় অংশ নিল।

শুদ্ধ: সে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষায় অংশ নিল।

৯.৯ বক্তব্যের ধারাবাহিকতা

একটি অনুচ্ছেদে বাক্যগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে একটি বাক্য থেকে পরবর্তী বাক্যে স্বাভাবিকভাবে ভাবের বিকাশ ঘটে।

যেমন–

অসংলগ্ন:

বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তায় পানি জমেছে। আমি বই পড়তে ভালোবাসি। মানুষ ছাতা নিয়ে বের হয়েছে।

সংশোধিত:

সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে রাস্তায় পানি জমে গেছে। মানুষ ছাতা নিয়ে প্রয়োজনীয় কাজে বের হচ্ছে। এমন বৃষ্টির দিনে ঘরে বসে বই পড়তেই আমার বেশি ভালো লাগে।

এখানে বাক্যগুলোর মধ্যে ভাবগত সংযোগ তৈরি হয়েছে।

৯.১০ বাক্যের সরলতা ও প্রাঞ্জলতা

প্রুফ সংশোধনের সময় বাক্যকে অকারণে জটিল না করে সহজ, স্বাভাবিক ও অর্থবহ করা উচিত। তবে লেখকের নিজস্ব শৈলী অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

দুর্বোধ্য:

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে আমাদের বর্তমান সময়ে চলমান কার্যক্রমকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান।

সহজ ও প্রাঞ্জল:

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কার্যক্রম আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন।

বাক্য সংশোধনের মূলনীতি

বাক্য সংশোধনের সময় শিক্ষার্থীকে নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে–

শব্দের শুদ্ধতা → শব্দের যথাযথ অবস্থান → ব্যাকরণগত সামঞ্জস্য → ভাবের স্পষ্টতা → বাক্যের সংহতি → প্রাঞ্জল প্রকাশ

অর্থাৎ, শুধু ভুল বানান ঠিক করলেই বাক্য শুদ্ধ হয় না। একটি পূর্ণাঙ্গ প্রুফ সংশোধনে বানান, শব্দপ্রয়োগ, ব্যাকরণ, বাক্যগঠন ও অর্থ–সবকিছুর সমন্বিত বিচার প্রয়োজন।

## ১০. সাধু ও চলিত ভাষার সামঞ্জস্য

বাংলা ভাষার লিখিত রূপে সাধু ও চলিত–দুটি প্রধান রীতির প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে সাধারণ লেখালেখি, শিক্ষাবিষয়ক রচনা, সংবাদ, প্রবন্ধ ও অধিকাংশ ব্যবহারিক লেখায় চলিত রীতির ব্যবহার বেশি। অন্যদিকে পুরোনো সাহিত্য, ঐতিহাসিক রচনা কিংবা বিশেষ সাহিত্যিক প্রয়োজনে সাধু রীতির ব্যবহার দেখা যায়। প্রুফ সংশোধনের সময় একই লেখায় অকারণে দুটি রীতি মিশিয়ে দেওয়া যাবে না।

একটি লেখায় যে ভাষারীতি গ্রহণ করা হয়েছে, সম্ভব হলে পুরো লেখাজুড়ে সেই রীতিই বজায় রাখতে হবে। বিশেষ করে ক্রিয়াপদের রূপে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ সহজেই চোখে পড়ে।

ভুল: সে বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলল।

শুদ্ধ: সে বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলল।

ভুল: আমি তাহার সঙ্গে দেখা করে তাকে বিষয়টি জানাইলাম।

শুদ্ধ: আমি তার সঙ্গে দেখা করে তাকে বিষয়টি জানালাম।

ভুল: তিনি বিদ্যালয়ে এসে ছাত্রদের বলিলেন, তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো।

শুদ্ধ: তিনি বিদ্যালয়ে এসে ছাত্রদের বললেন, তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো।

তবে কোনো সাহিত্যিক রচনা বা উদ্ধৃত অংশে যদি লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে সাধু রীতি ব্যবহার করে থাকেন, সেটিকে অকারণে চলিত রীতিতে পরিবর্তন করা উচিত নয়। প্রুফ সংশোধনের উদ্দেশ্য হলো ভুল সংশোধন করা, লেখকের ভাষাশৈলী পরিবর্তন করা নয়।

সাধু ও চলিত রীতির কয়েকটি পার্থক্য

| সাধু রীতি | চলিত রীতি |
|---|---|
| করিয়াছি | করেছি |
| করিতেছি | করছি |
| যাইতেছে | যাচ্ছে |
| বলিল | বলল |
| তাহার | তার |
| ইহা | এটা/এটি |
| উহা | ওটা/ওটি |
| কাহার | কার |
| কাহাকে | কাকে |
| যাহা | যা |

প্রুফ সংশোধনের সময় করণীয়

১. পুরো লেখায় ভাষারীতি একই আছে কি না দেখতে হবে।

২. সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদ অযথা পাশাপাশি ব্যবহার করা যাবে না।

৩. সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের মধ্যে রীতিগত সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

৪. উদ্ধৃত সাহিত্যিক অংশের নিজস্ব ভাষারীতি অকারণে পরিবর্তন করা যাবে না।

৫. লেখার বিষয় ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষারীতি বজায় রাখতে হবে।

## ১১. যতিচিহ্নের ভুল সংশোধন

লিখিত ভাষায় বক্তব্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক, বিরতি, প্রশ্ন, বিস্ময়, উদ্ধৃতি ও ভাবের পরিবর্তন বোঝাতে যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। একটি বাক্যে যতিচিহ্নের ভুল হলে কখনো বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট হয়, কখনো বক্তব্যের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। তাই প্রুফ সংশোধনের সময় যতিচিহ্ন বিশেষভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

১১.১ দাঁড়ির ভুল

পূর্ণ বাক্যের শেষে সাধারণত দাঁড়ি বসে।

ভুল: বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় দেশ

শুদ্ধ: বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় দেশ।

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION

১১.২ প্রশ্নবোধক চিহ্নের ভুল

প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে।

ভুল: তুমি কোথায় যাচ্ছ।

শুদ্ধ: তুমি কোথায় যাচ্ছ?

১১.৩ বিস্ময়সূচক চিহ্নের ব্যবহার

বিস্ময়, আনন্দ, দুঃখ, আবেগ বা বিস্ময়কর অনুভূতি প্রকাশে বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

ভুল: কী সুন্দর দৃশ্য।

শুদ্ধ: কী সুন্দর দৃশ্য!

তবে আবেগ প্রকাশের প্রয়োজন না থাকলে অযথা বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহার করা উচিত নয়।

১১.৪ কমার ব্যবহার

বাক্যের মধ্যে স্বল্প বিরতি, সমজাতীয় শব্দ বা বাক্যাংশ পৃথক করতে কমা ব্যবহৃত হয়।

ভুল: রাহিম করিম সেলিম ও হাসান বিদ্যালয়ে গেল।

শুদ্ধ: রাহিম, করিম, সেলিম ও হাসান বিদ্যালয়ে গেল।

আবার–

ভুল: সত্যি বলতে আমি বিষয়টি জানি না।

শুদ্ধ: সত্যি বলতে, আমি বিষয়টি জানি না।

১১.৫ কোলনের ব্যবহার

কোনো তালিকা, ব্যাখ্যা বা উদাহরণ উপস্থাপনের আগে কোলন ব্যবহার করা যেতে পারে।

শুদ্ধ: বাংলাদেশের জাতীয় ফল তিনটি ফলের নাম হলো: আম, কাঁঠাল ও লিচু।

১১.৬ সেমিকোলনের ব্যবহার

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি স্বাধীন বাক্যকে তুলনামূলকভাবে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে সেমিকোলন ব্যবহার করা যায়।

উদাহরণ:

পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি; অলসতা মানুষকে পিছিয়ে দেয়।

১১.৭ উদ্ধরণচিহ্নের ব্যবহার

কারও বক্তব্য, সংলাপ, উদ্ধৃতি বা বিশেষ কোনো উক্তি তুলে ধরতে উদ্ধরণচিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

ভুল: শিক্ষক বললেন, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো।

শুদ্ধ: শিক্ষক বললেন, “মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো।”

১১.৮ বন্ধনীর ব্যবহার

অতিরিক্ত ব্যাখ্যা, সংক্ষিপ্ত পরিচয় বা প্রয়োজনীয় সহায়ক তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বন্ধনী ব্যবহার করা যায়।

উদাহরণ:

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯,১৯৭৬) বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

যতিচিহ্ন সংশোধনের সময় মনে রাখবে

NABARUN PUBLICATION

বাক্য সম্পূর্ণ হয়েছে কি না → কোথায় বিরতি প্রয়োজন → বাক্যটি প্রশ্ন কি না → আবেগ প্রকাশ পেয়েছে কি না → উদ্ধৃতি আছে কি না → তালিকা বা ব্যাখ্যা আছে কি না—এই বিষয়গুলো দেখে যতিচিহ্ন বসাতে হবে।

## ১২. মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন

মুদ্রণের সময় অসাবধানতাবশত অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা সংখ্যার পরিবর্তন, বিয়োজন, সংযোজন কিংবা পুনরাবৃত্তি ঘটলে তাকে মুদ্রণপ্রমাদ বলা হয়। লেখক নিজে লেখা তৈরি করার সময় যে ভুল করেন, তা যেমন প্রুফ দেখে সংশোধন করা হয়, তেমনি মুদ্রণের সময় নতুন করে সৃষ্টি হওয়া ভুলও প্রুফ সংশোধনের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়।

১২.১ অক্ষর বাদ পড়া

ভুল: বাংলদেশ আমাদের প্রিয় দেশ।

শুদ্ধ: বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় দেশ।

এখানে 'া' বাদ পড়েছে।

১২.২ অতিরিক্ত অক্ষর

ভুল: বাংগলাদেশ

শুদ্ধ: বাংলাদেশ

১২.৩ শব্দের অংশ বাদ পড়া

ভুল: সে বিদ্যালয়ে প্রতিদিন যায়।

যদি মুদ্রণে 'প্রতিদিন' শব্দের কোনো অংশ বাদ পড়ে যায়, তবে তা সম্পূর্ণ করতে হবে।

১২.৪ একই শব্দ দুইবার ছাপা

ভুল: সে প্রতিদিন প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায়।

শুদ্ধ: সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায়।

১২.৫ শব্দের অক্ষরের স্থান পরিবর্তন

ভুল: বিদ্যলয়

শুদ্ধ: বিদ্যালয়

১২.৬ দুটি শব্দ জোড়া লেগে যাওয়া

ভুল: সে আজবিদ্যালয়ে যাবে।

শুদ্ধ: সে আজ বিদ্যালয়ে যাবে।

১২.৭ একটি শব্দ অযথা ভেঙে যাওয়া

মুদ্রণের সময় কোনো শব্দ এমনভাবে ভেঙে গেলে যাতে পাঠে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, তা সংশোধন করতে হবে।

১২.৮ সংখ্যা ও অক্ষরের মুদ্রণপ্রমাদ

ভুল: ২০২৬ সালকে ২০২৫ সাল হিসেবে ছাপা হলো।

শুদ্ধ: ২০২৬ সাল।

তবে সংখ্যা বা তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে অনুমান না করে মূল পা-ুলিপি বা নির্ভরযোগ্য উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

মুদ্রণপ্রমাদ শনাক্ত করার উপায়

প্রুফ সংশোধনের সময়–

- মূল পা-ুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে;
- শব্দ ধরে ধরে দেখতে হবে;
- বাক্য ধরে অর্থ যাচাই করতে হবে;
- সংখ্যা ও তারিখ আলাদাভাবে পরীক্ষা করতে হবে;
- নাম ও স্থাননাম সতর্কতার সঙ্গে পড়তে হবে;
- একই অনুচ্ছেদ একাধিকবার পড়তে হবে।

মনে রাখতে হবে: মুদ্রণপ্রমাদ ছোট মনে হলেও তা কখনো বড় ধরনের অর্থবিভ্রাট ঘটাতে পারে।

## ১৩. শব্দের সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন

প্রুফ সংশোধনের সময় কোনো শব্দ বা অক্ষর যোগ, বাদ, পরিবর্তন কিংবা স্থানান্তর করার প্রয়োজন হতে পারে। লেখাকে মূল বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নির্ভুল করার জন্য এসব সংশোধন করা হয়।

১৩.১ সংযোজন

লেখা থেকে প্রয়োজনীয় কোনো অক্ষর, শব্দ বা চিহ্ন বাদ পড়ে গেলে তা যোগ করতে হয়।

ভুল: সে প্রতিদিন সকালে বিদ্যালয়ে যায়।

যদি মুদ্রণে 'সকালে' বাদ পড়ে–

শুদ্ধ: সে প্রতিদিন সকালে বিদ্যালয়ে যায়।

১৩.২ বিয়োজন

অপ্রয়োজনীয় বা ভুলভাবে যুক্ত কোনো অক্ষর বা শব্দ বাদ দিতে হয়।

ভুল: সে আবার পুনরায় বিদ্যালয়ে গেল।

শুদ্ধ: সে আবার বিদ্যালয়ে গেল।

অথবা–

শুদ্ধ: সে পুনরায় বিদ্যালয়ে গেল।

১৩.৩ পরিবর্তন

ভুল অক্ষর বা শব্দের পরিবর্তে সঠিক অক্ষর বা শব্দ বসানোকে পরিবর্তন বলা যায়।

ভুল: সে বিদ্যালয়ে গমন করলো।

শুদ্ধ: সে বিদ্যালয়ে গমন করল।

১৩.৪ স্থানান্তর

কোনো শব্দ বা অক্ষর ভুল স্থানে থাকলে তাকে যথাস্থানে বসাতে হয়।

ভুল: সে মনোযোগ দিয়ে খুব পড়াশোনা করে।

শুদ্ধ: সে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে।

১৩.৫ যতিচিহ্নের সংযোজন

কখনো বাক্যে প্রয়োজনীয় যতিচিহ্ন বাদ পড়ে যায়।

ভুল: তুমি কোথায় যাচ্ছ

শুদ্ধ: তুমি কোথায় যাচ্ছ?

১৩.৬ অতিরিক্ত যতিচিহ্নের বিয়োজন

ভুল: তুমি কোথায় যাচ্ছ??

শুদ্ধ: তুমি কোথায় যাচ্ছ?

সংযোজন–বিয়োজন–পরিবর্তনের মূলনীতি

প্রুফ সংশোধনের সময়–

যা প্রয়োজন তা যোগ করতে হবে → যা অপ্রয়োজনীয় তা বাদ দিতে হবে → যা ভুল তা শুদ্ধ করতে হবে → যা ভুল স্থানে আছে তা যথাস্থানে নিতে হবে।

তবে প্রতিটি সংশোধনের ক্ষেত্রে মূল লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা জরুরি।

## ১৪. সংখ্যা, তারিখ ও পরিসংখ্যানের প্রুফ সংশোধন

লেখায় ব্যবহৃত সংখ্যা, সাল, তারিখ, সময়, পরিমাণ ও পরিসংখ্যানের ভুল অনেক সময় পাঠকের জন্য গুরুতর বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। তাই প্রুফ সংশোধনের সময় এগুলো আলাদাভাবে পরীক্ষা করা উচিত।

১৪.১ সাল

ভুল: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

যদি মূল তথ্য ১৯৭১ হয়, তাহলে মুদ্রণে অন্য কোনো সাল চলে এলে তা সংশোধন করতে হবে।

১৪.২ তারিখ

তারিখের ক্ষেত্রে দিন, মাস ও সাল–তিনটিই সঠিক কি না দেখতে হবে।

উদাহরণ:

২৬ মার্চ ১৯৭১

১৪.৩ সংখ্যা

সংখ্যার একটি অঙ্ক বাদ পড়লে বা অতিরিক্ত হলে পরিমাণ সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে।

ভুল: ৫০,০০০

মূল তথ্য: ৫,০০০

এ ধরনের ক্ষেত্রে মূল উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করতে হবে।

১৪.৪ শতকরা হার

ভুল: ২৫০ শতাংশ

যদি মূল তথ্য ২৫ শতাংশ হয়, তবে একটি শূন্য অতিরিক্ত থাকায় পরিসংখ্যানের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যায়।

১৪.৫ দশমিক সংখ্যা

দশমিকের অবস্থানেও সতর্ক থাকতে হবে।

ভুল: ২.৫

মূল তথ্য: ২৫

এ ধরনের পরিবর্তন কখনো সামান্য নয়; সংখ্যার প্রকৃত মানই বদলে যায়।

১৪.৬ সময়

সময় লেখার ক্ষেত্রেও অঙ্ক ও এককের সামঞ্জস্য দেখতে হবে।

ভুল: সকাল ১০টা রাতে

শুদ্ধ: সকাল ১০টা।

১৪.৭ একক

সংখ্যার সঙ্গে ব্যবহৃত একক সঠিক আছে কি না দেখতে হবে।

যেমন–

- ৫ কিলোমিটার
- ১০ কেজি
- ২০ লিটার
- ৫০ টাকা

সংখ্যা ও এককের মধ্যে অযথা অসামঞ্জস্য রাখা উচিত নয়।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা

সংখ্যা, সাল, তারিখ বা পরিসংখ্যান কখনো অনুমান করে সংশোধন করা যাবে না। মূল পা-ুলিপি, নির্ভরযোগ্য দলিল বা গ্রহণযোগ্য উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে তারপর সংশোধন করতে হবে।

## ১৫. নাম, স্থান ও বিশেষ পরিভাষার প্রুফ সংশোধন

ব্যক্তির নাম, স্থাননাম, প্রতিষ্ঠানের নাম, ঐতিহাসিক নাম ও বিশেষ পরিভাষার ক্ষেত্রে সামান্য বানানভুলও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নামের একটি অক্ষর পরিবর্তিত হলে সেটি অন্য ব্যক্তি বা স্থানের নাম হয়ে যেতে পারে।

১৫.১ ব্যক্তির নাম

নামের বানান সংশোধনের সময় নির্ভরযোগ্য উৎস বা মূল লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।

যেমন, কোনো ব্যক্তির নাম যদি ‘শরীফ’ হয়, ভুলবশত ‘শরিফ’ ছাপা হলে তা মূল তথ্য অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে।

১৫.২ স্থাননাম

স্থাননামের ক্ষেত্রেও একই সতর্কতা প্রয়োজন।

যেমন–

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল–প্রতিটি নামের স্বীকৃত বানান অনুসরণ করতে হবে।

১৫.৩ প্রতিষ্ঠানের নাম

বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি দপ্তর বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের নামের ক্ষেত্রে অনুমান করা উচিত নয়।

১৫.৪ ঐতিহাসিক নাম

SINCE - 1995 NABARUN PUBLICATION

ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ঘটনা ও স্থানের নাম যথাযথভাবে লিখতে হবে।

১৫.৫ বিশেষ পরিভাষা

বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ শব্দের ক্ষেত্রে স্বীকৃত পরিভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন।

১৫.৬ বিদেশি নামের বাংলা রূপ

বিদেশি ব্যক্তি, স্থান বা প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলায় লেখার সময় একটি স্বীকৃত রূপ অনুসরণ করা উচিত। একই লেখায় একই নামের একাধিক বাংলা রূপ ব্যবহার না করাই ভালো।

১৫.৭ নাম সংশোধনের মূলনীতি

নাম যাচাই → বানান মিলানো → একই রূপ বজায় রাখা → প্রয়োজন হলে নির্ভরযোগ্য উৎস অনুসরণ।

প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা হলো—শুধু দেখতে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে বলে কোনো নাম পরিবর্তন করা যাবে না।

## ১৬. প্রুফ সংশোধনের প্রচলিত চিহ্ন

প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করে কোথায় কী ধরনের পরিবর্তন করতে হবে তা বোঝানো হয়। বিশেষ করে মুদ্রণ ও সম্পাদনার কাজে এসব চিহ্নের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার জন্য নির্বাচিত কয়েকটি চিহ্ন ও তাদের ব্যবহার দেখানো যেতে পারে।

১৬.১ বিয়োজনের চিহ্ন

কোনো অক্ষর, শব্দ বা চিহ্ন বাদ দিতে হলে তার ওপর বা পাশে বিয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

উদ্দেশ্য: অতিরিক্ত অংশ বাদ দেওয়া।

১৬.২ সংযোজনের চিহ্ন

কোনো অক্ষর, শব্দ বা যতিচিহ্ন যোগ করতে হলে সংযোজনের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

উদ্দেশ্য: বাদ পড়া অংশ যুক্ত করা।

১৬.৩ স্থানান্তরের চিহ্ন

শব্দ বা অক্ষর ভুল স্থানে থাকলে তাকে অন্য স্থানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

উদ্দেশ্য: শব্দের সঠিক অবস্থান নিশ্চিত করা।

১৬.৪ নতুন অনুচ্ছেদের চিহ্ন

একটি নতুন ভাব বা বক্তব্য শুরু হলে নতুন অনুচ্ছেদ দেওয়ার নির্দেশ বোঝাতে বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

১৬.৫ ফাঁক দেওয়ার চিহ্ন

দুটি শব্দ বা অক্ষর ভুলভাবে জোড়া লেগে গেলে তাদের মধ্যে ফাঁক দেওয়ার নির্দেশ দিতে হয়।

ভুল: আজবিদ্যালয়ে

শুদ্ধ: আজ বিদ্যালয়ে

১৬.৬ ফাঁক বাদ দেওয়ার চিহ্ন

একটি শব্দের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ফাঁক থাকলে তা বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিতে হয়।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

ভুল: বিদ্যা লয়

শুদ্ধ: বিদ্যালয়

১৬.৭ বড় হাতের ও ছোট হাতের অক্ষরের চিহ্ন

বাংলা ভাষায় এ ধরনের ব্যবহার সীমিত হলেও বিদেশি নাম বা মুদ্রণসংক্রান্ত কাজে বড় ও ছোট অক্ষরের পার্থক্য নির্দেশ করার প্রয়োজন হতে পারে। তবে বাংলা প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে এটি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার্থীদের জন্য

প্রুফ সংশোধনের চিহ্ন মুখস্থ করার চেয়ে কোন চিহ্নের মাধ্যমে কী ধরনের সংশোধন বোঝানো হয়, তা বোঝা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে এগুলো সহজে আয়ত্ত করা যায়।

## ১৭. প্রুফ সংশোধনের ধাপ

একটি লেখা একবার পড়ে সব ভুল শনাক্ত করা কঠিন। তাই প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে এগোনো ভালো। একই লেখা বিভিন্ন দিক থেকে কয়েকবার পরীক্ষা করলে ভুল বাদ পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

প্রথম ধাপ : পুরো লেখা পড়া

প্রথমে কোনো সংশোধন না করে পুরো লেখাটি একবার পড়তে হবে। এতে লেখার বিষয়, বক্তব্য ও ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ধারণা তৈরি হবে।

দ্বিতীয় ধাপ : বানান পরীক্ষা

এরপর শব্দ ধরে ধরে বানান দেখতে হবে।

বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে–

- ই–কার ও ঈ–কার
- উ–কার ও ঊ–কার
- ন ও ণ
- শ, ষ ও স
- র–ফলা
- য–ফলা
- যুক্তবর্ণ
- ৎ, ঁ, ঃ

তৃতীয় ধাপ : শব্দপ্রয়োগ পরীক্ষা

শব্দটি বানানে শুদ্ধ হলেও অর্থের দিক থেকে যথাযথ কি না দেখতে হবে।

চতুর্থ ধাপ : বাক্য পরীক্ষা

বাক্য সম্পূর্ণ কি না, শব্দের ক্রম ঠিক আছে কি না, বক্তব্য স্পষ্ট কি না–এসব দেখতে হবে।

পঞ্চম ধাপ : ব্যাকরণ পরীক্ষা

কর্তা ও ক্রিয়ার মিল, কাল, পুরুষ, বচন, কারক, বিভক্তি, সর্বনাম ইত্যাদি পরীক্ষা করতে হবে।

ষষ্ঠ ধাপ : যতিচিহ্ন পরীক্ষা

NABARUN PUBLICATION

কমা, দাঁড়ি, প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক, উদ্ধরণচিহ্নসহ প্রয়োজনীয় যতিচিহ্ন পরীক্ষা করতে হবে।

সপ্তম ধাপ : সংখ্যা ও নাম পরীক্ষা

সাল, তারিখ, সংখ্যা, ব্যক্তির নাম, স্থাননাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও বিশেষ পরিভাষা যাচাই করতে হবে।

অষ্টম ধাপ : মুদ্রণপ্রমাদ পরীক্ষা

অক্ষর বা শব্দ বাদ পড়েছে কি না, অতিরিক্ত হয়েছে কি না, একই শব্দ দুইবার এসেছে কি না—এসব দেখতে হবে।

নবম ধাপ : পুনরায় পাঠ

সব সংশোধনের পর পুরো লেখাটি আবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে হবে।

দশম ধাপ : চূড়ান্ত যাচাই

সংশোধন করতে গিয়ে নতুন কোনো ভুল তৈরি হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে।

সহজে মনে রাখার সূত্র

পড়া → বানান → শব্দ → বাক্য → ব্যাকরণ → যতিচিহ্ন → তথ্য → মুদ্রণ → পুনঃপাঠ → চূড়ান্ত যাচাই

## ১৮. প্রুফ সংশোধনের সময় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে

প্রুফ সংশোধন করার সময় শুধু ভুল খুঁজে বের করলেই হবে না; কোনটি সত্যিই ভুল এবং কোনটি লেখকের নিজস্ব ভাষাশৈলী, সেটিও বুঝতে হবে। একজন দক্ষ প্রুফ সংশোধনকারী অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন না করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন।

১৮.১ মূল বক্তব্য পরিবর্তন করা যাবে না

প্রুফ সংশোধনের উদ্দেশ্য লেখকের বক্তব্য পরিবর্তন করা নয়। ভুল সংশোধন করতে গিয়ে মূল ভাব নষ্ট করা যাবে না।

১৮.২ লেখকের নিজস্ব ভাষাশৈলী অক্ষুণ্ন রাখতে হবে

কোনো লেখকের বাক্যরীতি নিজের পছন্দ না হলেই তা পরিবর্তন করা উচিত নয়। প্রকৃত ভুল থাকলে তবেই সংশোধন করতে হবে।

১৮.৩ সন্দেহ হলে যাচাই করতে হবে

কোনো শব্দ, নাম, সাল, সংখ্যা বা তথ্য সম্পর্কে সন্দেহ হলে অনুমান করে সংশোধন করা যাবে না। মূল পা-ুলিপি, অভিধান বা নির্ভরযোগ্য উৎসের সাহায্য নিতে হবে।

১৮.৪ একই নিয়ম পুরো লেখায় প্রয়োগ করতে হবে

একই শব্দ এক জায়গায় একভাবে এবং অন্য জায়গায় অন্যভাবে লেখা উচিত নয়। বানান ও ভাষারীতিতে সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

১৮.৫ অপ্রয়োজনীয় সংশোধন করা যাবে না

প্রুফ সংশোধনের সময় 'আরও সুন্দর' করার জন্য প্রতিটি বাক্য নতুন করে লেখা উচিত নয়। এতে লেখকের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি নষ্ট হতে পারে।

১৮.৬ অর্থ বুঝে সংশোধন করতে হবে

শুধু বানান দেখে সংশোধন করা যথেষ্ট নয়। পুরো বাক্য ও অনুচ্ছেদের অর্থ বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১৮.৭ উদ্ধৃতি সতর্কতার সঙ্গে সংশোধন করতে হবে

কোনো ঐতিহাসিক বক্তব্য, সাহিত্যিক উদ্ধৃতি বা কারও সরাসরি বক্তব্য থাকলে তা অকারণে পরিবর্তন করা যাবে না। প্রয়োজন হলে মূল উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।

১৮.৮ নাম ও সংখ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা

মানুষের নাম, স্থাননাম, সাল, তারিখ ও পরিসংখ্যানের ভুল গুরুতর হতে পারে। তাই এগুলো আলাদাভাবে যাচাই করা উচিত।

১৮.৯ সংশোধনের পর আবার পড়তে হবে

একটি ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আরেকটি ভুল তৈরি হতে পারে। তাই সব সংশোধনের পর পুরো লেখাটি আবার পড়া অপরিহার্য।

১৮.১০ প্রুফ সংশোধনের মূলনীতি

সবশেষে মনে রাখা দরকার—

প্রুফ সংশোধনের লক্ষ্য হলো লেখাকে নির্ভুল করা, লেখাকে নতুন করে লেখা নয়।

একজন দক্ষ প্রুফ সংশোধনকারী তাই সতর্ক, ধৈর্যশীল, ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন ও দায়িত্বশীল হন। তিনি লেখার প্রতিটি অংশ পরীক্ষা করেন, কিন্তু লেখকের বক্তব্য ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখেন।

অবশ্যই। ১১৮–এর পর যে বিষয়গুলো বাকি আছে, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে ১৯ থেকে শেষ পর্যন্ত লিখে দিচ্ছি। আগের অংশের মতোই বইয়ের উপযোগী, বিস্তারিত ও প্রাঞ্জল ভাষা রাখছি।

## ১৯. প্রুফ সংশোধনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

প্রুফ সংশোধনের বিষয়টি শুধু নিয়ম জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; নিয়মগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করাই এর মূল উদ্দেশ্য। একটি লেখা হাতে পাওয়ার পর কীভাবে ধাপে ধাপে ভুল শনাক্ত করে সংশোধন করতে হয়, তা শিক্ষার্থীদের জানা প্রয়োজন। প্রুফ সংশোধনের সময় তাড়াহুড়া না করে মনোযোগের সঙ্গে লেখা পড়তে হবে।

প্রথমে পুরো লেখাটি একবার স্বাভাবিকভাবে পড়ে বিষয়টি বুঝে নিতে হবে। এরপর দ্বিতীয়বার শব্দ ও বানানের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। তৃতীয়বার বাক্যগঠন, ব্যাকরণ ও যতিচিহ্ন পরীক্ষা করতে হবে। সবশেষে নাম, সংখ্যা, সাল, তারিখ ও অন্যান্য তথ্য যাচাই করতে হবে।

একটি বাক্যে একাধিক ভুল থাকলে সবগুলো একসঙ্গে শনাক্ত করতে হবে। যেমন—

ভুল: আমাদের দেশের প্রতিটি নাগরিকদের দেশের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে।

শুদ্ধ: আমাদের দেশের প্রতিটি নাগরিকের দেশের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে।

এখানে ‘প্রতিটি’–র সঙ্গে ‘নাগরিকদের’ ব্যবহারে অসংগতি রয়েছে। তাই শুধু বানান নয়, বাক্যের ব্যাকরণগত সামঞ্জস্যও দেখতে হবে।

প্রুফ সংশোধনের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—একবারে সব ধরনের ভুল ধরার চেষ্টা না করে পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা করা। প্রথমবার বানান, দ্বিতীয়বার বাক্য, তৃতীয়বার যতিচিহ্ন—এভাবে পরীক্ষা করলে ভুল বাদ পড়ার সম্ভাবনা কমে।

## ২০. প্রুফ সংশোধনে অভিধান ও নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থের ব্যবহার

প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে অভিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপকরণ। কোনো শব্দের বানান সম্পর্কে সন্দেহ হলে অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। অভিধানে শব্দের স্বীকৃত বানান দেখে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

বিশেষ করে কাছাকাছি উচ্চারণের শব্দের ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেমন–'শ্রদ্ধা', 'শ্রদ্ধেয়', 'সৃষ্টিশীল', 'ঐতিহ্য', 'প্রয়োজন' ইত্যাদি শব্দের বানান লেখার সময় সতর্ক থাকতে হয়।

অভিধান ব্যবহারের পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাকরণগ্রন্থ, পাঠ্যপুস্তক, বিশ্বস্ত তথ্যসূত্র ও মূল পা-ুলিপির সাহায্য নেওয়া যায়।

তবে সহায়ক গ্রন্থ ব্যবহার করার সময় একটি বিষয় মনে রাখতে হবে–প্রতিটি সংশোধন যেন নির্ভরযোগ্য ভিত্তির ওপর করা হয়। নিজের কাছে অস্বাভাবিক মনে হলেই কোনো শব্দকে ভুল ধরে নেওয়া ঠিক নয়।

অভিধান ব্যবহারের কয়েকটি উদ্দেশ্য

- শব্দের শুদ্ধ বানান নির্ণয়;
- শব্দের অর্থ যাচাই;
- একই উচ্চারণের ভিন্ন শব্দ আলাদা করা;
- শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা নেওয়া;
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিশব্দ বা সংশ্লিষ্ট শব্দ যাচাই করা।

প্রুফ সংশোধনে অভিধান তাই শুধু বানান যাচাইয়ের বই নয়; এটি ভাষাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক।

## ২১. একই শব্দের একাধিক বানান ব্যবহারের সমস্যা

একটি লেখায় একই শব্দ বিভিন্নভাবে লেখা হলে পাঠকের কাছে অসামঞ্জস্য তৈরি হয়। প্রুফ সংশোধনের সময় একই শব্দের বানান পুরো লেখায় একরকম রাখা জরুরি।

ধরা যাক, একটি লেখায় কোনো স্থানের নাম এক জায়গায় একভাবে এবং অন্য জায়গায় অন্যভাবে লেখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও নির্ধারিত বানানটি নির্বাচন করে পুরো লেখায় একই রূপ ব্যবহার করতে হবে।

একইভাবে কোনো বিশেষ শব্দের বানান যদি একটি অনুচ্ছেদে একরকম এবং অন্য অনুচ্ছেদে অন্যরকম হয়, তবে তা পরীক্ষা করতে হবে।

উদাহরণ

ভুল:

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের গৌরব। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

এখানে যদি একই শব্দের বানান বিভিন্ন স্থানে ভিন্নভাবে মুদ্রিত হয়, তবে তা একরূপ করতে হবে।

মনে রাখতে হবে

একটি বইয়ের ক্ষেত্রে বানানের সামঞ্জস্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে পাঠ্যবইয়ে একই শব্দের জন্য একই বানান অনুসরণ করা শিক্ষার্থীদের জন্যও সুবিধাজনক।

NABARUN PUBLICATION

## ২২. বাক্যবিন্যাস ও অর্থগত অসংগতি সংশোধন

কখনো একটি বাক্যের প্রতিটি শব্দ আলাদাভাবে শুদ্ধ হলেও পুরো বাক্যটি অর্থের দিক থেকে অসংগত হতে পারে। প্রুফ সংশোধনের সময় এ ধরনের ভুলও শনাক্ত করতে হয়।

ভুল: সে বিদ্যালয়ে যাওয়ার কারণে পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে।

বাক্যটির প্রকৃত অর্থ যদি হয় বিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়াশোনা করার ফলে সে ভালো ফল করেছে, তবে–

শুদ্ধ: সে বিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়াশোনা করার কারণে পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে।

আবার–

ভুল: নদীটি পাহাড়ের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

যদি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এটি অসংগত হয়, তবে বক্তব্যটি যাচাই করতে হবে।

প্রুফ সংশোধনকারীকে তাই শুধু অক্ষর বা বানান দেখলেই হবে না; বাক্যের অর্থ, সম্পর্ক ও যৌক্তিকতা বুঝতে হবে।

তবে এখানে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। কোনো বাক্য নিজের কাছে অস্বাভাবিক মনে হলেই সেটিকে পরিবর্তন করা যাবে না। লেখকের বক্তব্য বা তথ্যের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে মূল পা-ুলিপি বা নির্ভরযোগ্য উৎস দেখতে হবে।

## ২৩. অনুচ্ছেদবিন্যাস ও ধারাবাহিকতা

একটি লেখায় ভাবের পরিবর্তন, নতুন বিষয় বা নতুন বক্তব্য শুরু হলে প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন অনুচ্ছেদ দেওয়া হয়। প্রুফ সংশোধনের সময় অনুচ্ছেদ সঠিকভাবে বিভক্ত হয়েছে কি না দেখতে হবে।

একটি অনুচ্ছেদে যদি একাধিক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব অপ্রয়োজনীয়ভাবে রাখা হয়, তবে পাঠের স্বচ্ছতা নষ্ট হতে পারে। আবার একটি ভাবকে অযথা অনেকগুলো অনুচ্ছেদে ভাগ করলেও লেখার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়।

প্ফ সংশোধনের সময় দেখতে হবে

- নতুন ভাবের শুরুতে প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ আছে কি না;
- একটি অনুচ্ছেদের বক্তব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কি না;
- অনুচ্ছেদের শুরু ও শেষের মধ্যে ভাবগত সামঞ্জস্য আছে কি না;
- কোনো বাক্য ভুলক্রমে অন্য অনুচ্ছেদে চলে গেছে কি না;
- অনুচ্ছেদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ফাঁক তৈরি হয়েছে কি না।

বিশেষ করে পাঠ্যবইয়ের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদবিন্যাস পরিষ্কার হওয়া জরুরি। এতে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি সহজে বুঝতে পারে এবং পড়ার সময় চোখে স্বাভাবিক বিরতি পায়।

## ২৪. প্রুফ সংশোধনের অনুশীলন

প্রুফ সংশোধন শেখার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো নিয়মিত অনুশীলন। শুধু নিয়ম মুখস্থ করলে প্রুফ সংশোধনের দক্ষতা অর্জন করা যায় না। ভুলযুক্ত লেখা দেখে ভুল শনাক্ত করা এবং সঠিক রূপ লিখে অভ্যাস করতে হয়।

অনুশীলন১

নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করো–

ক. সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায়না।

খ. তুমি কোথায় যাচ্ছ।

গ. বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় দেশ

ঘ. শিক্ষক বললেন মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর।

ঙ. সে আবার পুনরায় একই কাজ করল।

অনুশীলন২

নিচের অনুচ্ছেদে বানান, যতিচিহ্ন ও বাক্যগত ভুল শনাক্ত করে শুদ্ধ করো।

অনুশীলন৩

নিচের ভুলযুক্ত লেখায়–

- বানান ভুল চিহ্নিত করো;
- যতিচিহ্ন সংশোধন করো;
- অপ্রয়োজনীয় শব্দ বাদ দাও;
- প্রয়োজনীয় শব্দ সংযোজন করো;
- ভুল বাক্য সংশোধন করো।

অনুশীলনের লক্ষ্য

শিক্ষার্থীরা যেন–

১. ভুল শনাক্ত করতে পারে;

২. ভুলের ধরন নির্ণয় করতে পারে;

৩. শুদ্ধ রূপ লিখতে পারে;

৪. প্রুফ সংশোধনের চিহ্ন প্রয়োগ করতে পারে;

৫. সম্পূর্ণ লেখাকে নির্ভুলভাবে পুনর্লিখতে পারে।

## ২৫. পরীক্ষায় প্রুফ সংশোধনের কৌশল

পরীক্ষায় প্রুফ সংশোধনের প্রশ্ন এলে প্রথমেই পুরো লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। তাড়াহুড়া করে প্রথম চোখে পড়া ভুল সংশোধন করা উচিত নয়। কারণ একই লেখায় বানান, শব্দ, বাক্য, যতিচিহ্ন ও ব্যাকরণ–বিভিন্ন ধরনের ভুল থাকতে পারে।

পরীক্ষার সময় ধাপে ধাপে কাজ

প্রথমে: পুরো অংশটি একবার পড়ো।

দ্বিতীয়বার: বানানভুল খুঁজে বের করো।

তৃতীয়বার: শব্দের প্রয়োগ ও বাক্যগঠন পরীক্ষা করো।

চতুর্থবার: যতিচিহ্ন দেখো।

পঞ্চমবার: অপ্রয়োজনীয় বা পুনরুক্ত শব্দ শনাক্ত করো।

ষষ্ঠবার: প্রয়োজনীয় সংযোজন আছে কি না দেখো।

সবশেষে: পুরো সংশোধিত অংশটি আবার পড়ে নাও।

পরীক্ষায় বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে

- প্রশ্নে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে;
- ভুল অংশ যথাযথভাবে সংশোধন করতে হবে;
- অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যাবে না;
- বানান স্পষ্টভাবে লিখতে হবে;
- যতিচিহ্ন বাদ দেওয়া যাবে না;
- একই শব্দের বানান একরূপ রাখতে হবে;
- সংশোধনের পর উত্তরটি পুনরায় পড়তে হবে।

পরীক্ষায় ভালো করার জন্য শুধু ভুল ধরলেই হবে না; কেন ভুল এবং কীভাবে শুদ্ধ হবে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

## ২৬. প্রুফ সংশোধনের সারসংক্ষেপ ও চূড়ান্ত নির্দেশনা

প্রুফ সংশোধন হলো লিখিত ভাষাকে নির্ভুল, সুসংবদ্ধ ও পাঠযোগ্য করে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে বানান, শব্দপ্রয়োগ, বাক্যগঠন, ব্যাকরণ, যতিচিহ্ন, মুদ্রণপ্রমাদ, তথ্য, সংখ্যা ও বিন্যাসের ভুল শনাক্ত করে সংশোধন করা হয়।

একজন দক্ষ প্রুফ সংশোধনকারীকে একই সঙ্গে ভাষার নিয়ম, লেখার বিষয়, বাক্যের অর্থ এবং মুদ্রণের প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। তিনি শুধু ভুল খুঁজে বের করেন না; কোনটি ভুল, কেন ভুল এবং কীভাবে সংশোধন করলে মূল বক্তব্য অক্ষুণ্ন থাকবে–সেটিও বিবেচনা করেন।

প্রুফ সংশোধনের প্রধান বিষয়গুলো একনজরে

১. বানান পরীক্ষা

২. শব্দপ্রয়োগ পরীক্ষা

৩. সাধু ও চলিত রীতির সামঞ্জস্য

৪. ব্যাকরণগত শুদ্ধতা

৫. বাক্যগঠন

৬. যতিচিহ্ন

৭. মুদ্রণপ্রমাদ

৮. অক্ষর ও শব্দের সংযোজন–বিয়োজন

৯. সংখ্যা ও তারিখ

১০. ব্যক্তি ও স্থাননাম

১১. বিশেষ পরিভাষা

NABARUN PUBLICATION

১২. একই শব্দের বানানের সামঞ্জস্য
১৩. অর্থগত অসংগতি
১৪. অনুচ্ছেদবিন্যাস
১৫. উদ্ধৃতির যথার্থতা
১৬. প্রুফ সংশোধনের চিহ্ন
১৭. মূল পা-ুলিপির সঙ্গে মিল
১৮. অভিধান ও নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থের ব্যবহার
১৯. সংশোধনের পর পুনঃপাঠ
২০. চূড়ান্ত যাচাই

## শেষ কথা

প্রুফ সংশোধনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো—সংশোধন করতে হবে প্রয়োজন অনুযায়ী, পরিবর্তন করতে নয়। লেখকের বক্তব্য, ভাষাশৈলী ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রেখে ভুলগুলো সংশোধন করাই একজন দক্ষ প্রুফ সংশোধনকারীর প্রধান দায়িত্ব।

একটি ভালো প্রুফ সংশোধনের ফলে লেখা শুধু বানানগতভাবে শুদ্ধ হয় না; এর ভাষা হয় সুসংহত, বক্তব্য হয় স্পষ্ট এবং পাঠকের কাছে উপস্থাপনাটি হয় আরও সুন্দর ও নির্ভরযোগ্য।

মনে রাখবে—

মনোযোগ দিয়ে পড়ো, নিয়ম মেনে যাচাই করো, সন্দেহ হলে উৎস মিলিয়ে দেখো এবং সংশোধনের পর আবার পড়ো।

এভাবেই ধীরে ধীরে প্রুফ সংশোধনের দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব।

---

SINCE - 1993
NABARUN PUBLICATION